যুগান্তর

তারিখ ... 05 SEP. 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ২ ... .

সান্ধ্যকালীন কোর্সে বেশি আগ্রহ শিক্ষকদের

আবদুল্লাহ আল মামুন, *ইবি*

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা
ইবি ১

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ২৫টি বিভাগের মধ্যে ১৮টিতে বর্তমানে নিয়মিত কোর্সের পাশাপাশি সান্ধ্যকালীন কোর্স চলছে। বাকি বিভাগগুলোতেও সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর প্রস্তুতি চলছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আশায় শিক্ষকদের কাছে নিয়মিত কোর্সের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এসব সান্ধ্যকালীন কোর্স। কাঁচা টাকার গন্ধে নিয়মিত কোর্সের ক্লাসে উপস্থিত না থাকলেও সান্ধ্যকালীন কোর্সে ঠিকই হাজির থাকেন। এছাড়া অনেক শিক্ষক তাদের নিয়মিত কোর্সের ক্লাস-পরীক্ষায় ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন এবং ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করেন। এতে ইবির প্রায় প্রতিটি বিভাগেই কম-বেশি সেশনজট তৈরি হয়েছে।

নিয়মিত কোর্সের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শিক্ষকরা তাদের মূল দায়িত্ব রেগুলার প্রোগ্রাম ভুলে গিয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্সের ওপর বেশি ঝুঁকে পড়েছে। এতে শিক্ষার মানে ঘাটতি হচ্ছে এবং তাদের বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে। ইবিতে প্রথম সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু হয় রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগে। শুক্র ও শনিবার চলে এসব কোর্সের কার্যক্রম।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ও ইংরেজি বিভাগের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী যুগান্তরকে বলেন, ইভিনিং কোর্স খোলার পর থেকেই আমরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। আগে শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নিতেন। এখন মাঝেমধ্যে ২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও শিক্ষকদের দেখা মেলে না। অথচ বিকালে ঠিকই সেসব শিক্ষককে ক্লাস নিতে দেখা গেছে। এছাড়া মার্কিংয়ের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে আমাদের। সান্ধ্যকালীন কোর্সের শিক্ষার্থীদের ১০০ ■ পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

সান্ধ্যকালীন কোর্সে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নম্বরের মধ্যে ৯০ দেয়া হচ্ছে। টিউটোরিয়াল বা ইনকোর্সে ৩০ নম্বরের মধ্যে ২৭-২৮ দেয়া হয়। অথচ আমাদের টিউটোরিয়ালে দেয়া হচ্ছে ১৫ নম্বর এবং ১০০-এর মধ্যে দেয়া হচ্ছে ৬০-৭০ নম্বর। শিক্ষার্থীরা আরও অভিযোগ করেন, বৈষম্য রয়েছে শিক্ষকদের আচরণেও। এতে নিয়মিত কোর্সগুলোতে তৈরি হয়েছে সেশনজট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১০-২০১১ সেশনের অনার্স শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে। কিন্তু শেষ হয়েছে ২০১৫-১৬ সেশনে। বাড়তি লেগেছে পুরো দেড় বছর। অথচ একই সেশনের সান্ধ্যকালীন কোর্সের শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়েই তাদের কোর্স সম্পন্ন করেছেন। রেগুলারদের সেশনজটের ঘানি টানতে হলেও সান্ধ্যকালীন কোর্সের শিক্ষার্থীদের সেশনজটের কোনো ছোঁয়াই লাগেনি।

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বেশকিছু শিক্ষক আছেন যাদের সারা সপ্তাহে দেখা না মিললেও শুক্র ও শনিবার ক্যাম্পাসে আসতে দেখা গেছে। এমন শিক্ষকদের তালিকায় ইংরেজি, অর্থনীতি, রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন, আইন ও মুসলিম বিধান, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি, আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একাধিক শিক্ষক রয়েছেন।

এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ভিসি প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারী যুগান্তরকে বলেন, সান্ধ্যকালীন কোর্স সিন্ডিকেট অনুমোদিত। তবে শিক্ষকরা যদি নিয়মিত কোর্সের চেয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্সে বেশি ঝুঁকে পড়েন তাহলে সেটি হবে দুঃখজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজই নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কোনটা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।